রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ফেব্রুয়ারি ১২, ২০২০

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৯ মাঘ, ১৪২৬ মোতাবেক ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

নিম্নলিখিত বিলটি ২৯ মাঘ, ১৪২৬ মোতাবেক ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ০৭/২০২০

কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **১৯৯৪ সালের ১৮ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঠ) এর প্রথম শর্তাংশের "কোন দলিলে কোম্পানীর সাধারণ সীলমোহর অংকিত করা," শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে।

৩। **১৯৯৪ সালের ১৮ নং আইনের ধারা ২৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (২) এর "ও একটি সাধারণ সীলমোহর" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

মূল্য : টাকা ৪.০০

৪। **১৯৯৪ সালের ১৮ নং আইনের ধারা ৩১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর "সাধারণ সীলমোহরযুক্ত" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৫। **১৯৯৪ সালের ১৮ নং আইনের ধারা ৪৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (১) এর "উহার সাধারণ সীলমোহর যুক্ত করিয়া" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৬। **১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ১২৮ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা-১২৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১২৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"১২৮। **দলিল সম্পাদন।**—কোম্পানী লিখিতভাবে যে কোন ব্যক্তিকে সাধারণভাবে অথবা যে কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভিতর বা বাহিরে যে কোন স্থানে উহার পক্ষে দলিল সম্পাদনের জন্য উহার এটর্নী হিসাবে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে; এবং কোম্পানীর পক্ষে উক্ত এটর্নী কোন দলিলে স্বাক্ষর করিলে দলিলটি কার্যকর হইবে এবং কোম্পানীর উপর উহা বাধ্যকর হইবে।"।

৭। **১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ১২৯ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ১২৯ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১২৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"১২৯। **কোন কোম্পানী কর্তৃক বাংলাদেশের বাহিরের কোন স্থানে কোন ব্যক্তিকে ক্ষমতা অর্পণ।**—(১) কোন কোম্পানীর উদ্দেশ্যাবলী অনুসারে উহার কোন কার্য বাংলাদেশের বাহিরে সম্পাদনের প্রয়োজন হইলে এবং উহার সংঘবিধি দ্বারা কোম্পানী ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, বাংলাদেশের বাহিরের কোন ভূখণ্ডে, এলাকায় বা স্থানে কোম্পানী লিখিতভাবে যে **কোন ব্যক্তিকে ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে এবং তিনি কোম্পানীর প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবেন।**

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত প্রতিনিধিকে ক্ষমতা প্রদান সম্পর্কিত দলিলে এতদুদ্দেশ্যে **কোন** সময় উল্লেখ থাকিলে, সেই সময় পর্যন্ত অথবা, উক্ত দলিলে **কোন** সময়ের উল্লেখ না থাকিলে, প্রতিনিধির সহিত লেনদেনকারী ব্যক্তিকে প্রতিনিধির ক্ষমতা প্রত্যাহার বা অবসানের নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত, প্রতিনিধির ক্ষমতা বহাল থাকিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত প্রতিনিধি প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজে তাহার স্বাক্ষরসহ লিখিতভাবে তারিখ উল্লেখ করিবেন এবং যে ভূখণ্ডে, এলাকা বা স্থানে স্বাক্ষর করা হইল সেই ভূখণ্ড, এলাকা বা স্থানের নাম উল্লেখ করিবেন।"।

৮। **১৯৯৪ সালের ১৮ নং আইনের ধারা ২২৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২২৫ এর "এবং তাহা কোম্পানীর সাধারণ সীলমোহর দ্বারা মোহরাঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন হইবে না" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৯। **১৯৯৪ সালের ১৮ নং আইনের ধারা ২৬২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬২ এর দফা (ঘ) এর "এবং তদুদ্দেশ্যে যখন প্রয়োজন হয় কোম্পানীর সাধারণ সীলমোহর ব্যবহার করা" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

১০। **১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৩৬৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৬৩ এর "এবং একটি সাধারণ সীলমোহর" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

বিদ্যমান কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) কে অধিকতর ব্যবসা বান্ধব ও সহজিকরণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। পরবর্তীতে বিভিন্ন অংশীজনের (Stakeholder) মতামত এবং আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ করিয়া কোম্পানী আইনের একটি খসড়া প্রণয়ন করা হয়। কোম্পানী আইন সংশোধনের চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন থাকা অবস্থায় ০৮ জুলাই ২০১৮ তারিখে বিনিয়োগ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ বিষয়ে অনুষ্ঠিত একটি সভায় বিদ্যমান কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে দ্রুত সংশোধন করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সংশোধনীর ফলে Ease of Doing Business Index এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সূচক বৃদ্ধি পাইবে।

বিগত ২৩ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে মাননীয় আইন মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত "কোম্পানী আইন, ১৯৯৪" সংশোধন সম্পর্কিত বিলের বিষয়ে মতবিনিময় সভায় Elimination of Company Seal সংক্রান্ত ধারার সংশোধন বর্তমানে চলমান সংশোধন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য মত প্রকাশ করা হয়।

বিদ্যমান কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, কোম্পানির রেজিস্ট্রেশনের জন্য কোম্পানি সিল এর প্রয়োজনীয়তা নাই। তবে কোম্পানির নিজস্ব কার্যক্রম পরিচালনায় কোম্পানি সিল ব্যবহার করা হয়। কোম্পানির কমন সিল/সাধারণ সিল/অফিসিয়াল সিল ব্যবহার বিলোপ (eliminate) করিবার নিমিত্ত কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর কতিপয় ধারায় সংশোধনী আনয়নের লক্ষ্যে এই বিল উপস্থাপন করা হইল।

টিপু মুনশি
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

ড. জাফর আহমেদ খান
সিনিয়র সচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd